২য় পরিষদের ২০তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ : ২৯ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ ।। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকায়
স্থান : হল রুম ৬ষ্ঠ তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

১.১ পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৫ আগস্টে নিহত শহীদ এবং ভাষা শহীদদের স্মরণ করেন। তিনি বলেন বাংলাদেশ সরকার এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে তুরস্কের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে তুরস্কে ভূমিকম্পে নিহতদের জন্য গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি সভাপতির অনুমতিক্রমে ভূমিকম্পে নিহতদের জন্য এক মিনিট নিরবতা পালন ও শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ভূমিকম্পে নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সভায় দোয়া করা হয়।

১.২ এ পর্যায়ে সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা হয়:

আলোচ্যসূচি-১	:	**বিগত কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।**
আলোচনা	:	বিগত ০৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১৯ তম কর্পোরেশনসভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ২য় পরিষদের ১৯ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	২য় পরিষদের ১৯ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	**২য় পরিষদের ১৯ তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি।**
আলোচনা	:	বিগত ০৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১৯ তম কর্পোরেশন সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে আহ্বান জানানো হয়। সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে বলেন, নগর কর ফাকি দিচ্ছে এমন হোটেল, রেস্তোরা, স্টুডিও ও গেস্ট হাউজের তালিকা প্রদান করা হলে, উক্ত তালিকা হতে প্রাপ্ত আয়ের ২০% শতাংশ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের উন্নয়ন কাজে বরাদ্দ প্রদান করা হবে। জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৮ বলেন, বারিধারা জে ব্লকে অনেক গাড়ির শো রুম রয়েছে। রাস্তা দখল করে কোন রকম কর না দিয়ে অনেক দিন যাবৎ ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। গাড়ির শো রুম গুলোকে করের আওতায় আনার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

		সভাপতি সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	বিগত ০৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১৯ তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	**:**	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ২নং ওয়ার্ডের নবনির্মিত কালশী ফ্লাইওভারটি "হারুন মোল্লাহ ফ্লাইওভার" নামে নামকরণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সভাকে জানান যে, মরহুম হারুন মোল্লাহ সাবেক হরিরামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সাবেক মিরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং ঢাকা-১৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ছিলেন। তিনি অত্র এলাকার জনগণের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নামকরণ উপকমিটির সভায় ২নং ওয়ার্ডের নবনির্মিত কালশী ফ্লাইওভারটি "হারুন মোল্লাহ ফ্লাইওভার" নামে নামকরণের সুপারিশসহ কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ২নং ওয়ার্ডের নবনির্মিত কালশী ফ্লাইওভারটি "হারুন মোল্লাহ ফ্লাইওভার" নামে নামকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	**:**	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটির "সিস্টার সিটি" চুক্তি সম্পাদন প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সভাকে জানান যে, সিস্টার সিটি চুক্তি সম্পাদনের ফলে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটির সাথে একটি পারস্পারিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। দুটি দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সম্প্রসারিত হবে। পরস্পর সংস্কৃতি, খেলাধুলা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ব্যবসা বাণিজ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক গড়ে উঠবে। জয়েন্টভেঞ্চার ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। এছাড়া নিউ ইয়র্ক সিটি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় স্মার্ট সিটির একটি। তাই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ চুক্তি অত্যন্ত সহায়ক হবে। উল্লেখ্য পূর্বে ডেট্রয়েড সিটির সাথে এরূপ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সে সময় উক্ত চুক্তির বিষয়ে আইনজীবী কর্তৃক মতামত নেওয়া হয়েছে। আইনজীবীর মতামত অনুযায়ী এ ধরনের সমঝোতা স্বাক্ষরে আইনগত বাধা নেই। তবে কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের পর স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে।
সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটির "সিস্টার সিটি" চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৫	**:**	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র'স কাপ-২০২৩ এর ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠান।**
আলোচনা	:	সভাপতি সভাকে জানান যে, গতবারের ধারাবাহিকতায় ডিএনসিসি'র ৫৪টি ওয়ার্ডে পাড়ায়, পাড়ায়, মহল্লায়, মহল্লায় উৎসবমুখর পরিবেশে ডিএনসিসি মেয়র'স কাপ-২০২৩ আয়োজন করা হবে। মেয়র'স কাপ-২০২৩ এর সম্ভাব্য ট্রফি উন্মোচন আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ক্রিকেট টীমে সাবেক অধিনায়ক জনাব সৌরভ গাঙ্গুলীকে দিয়ে ডিএনসিসি

মেয়র'স কাপ-২০২৩ এর ট্রফি উন্মোচনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪ বলেন, গত আয়োজনে কিছু ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। টুর্নামেন্ট আয়োজনে সংশ্লিষ্ট কমিটির নিজস্ব টিমে থাকলে সকল টিমের প্রতি সমান আচরণ করতে পারেন না। তিনি ডিএনসিসি'র কর্মকর্তার নেতৃত্বে টুর্নামেন্ট বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।

জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৮ বলেন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। উক্ত কমিটির সভাপতি ও সদস্যদেরও দল খেলায় অংশগ্রহণ করে। এতে করে ক্রীড়া কমিটি সকল দলের প্রতি সমান আচরন করেন না । তিনি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির কোন দল খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবেনা মর্মে মত প্রদান করেন।

জনাব সৈয়দ হাসান নূর ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩২ বলেন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা বাস্তবায়ন হলে বিগত আয়োজনের সকল সমস্যার সমাধান হবে। এছাড়াও তিনি বলেন, কমিটির সকল সদস্যরা সভায় উপস্থিত থাকেন না এবং কোন ধরনের সহযোগিতা করেন না। তিনি কমিটির সদস্য পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ করেন।

সভাপতি বলেন, প্রথমবার আয়োজনে নানা ধরনের ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। তিনটি খেলাকে একত্রে এগিয়ে নেয়ার জন্য ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কমিটিকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও তিনি বলেন, ২ বছর ৬ মাস হয়ে গেছে প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটির। সকল স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হবে। কমিটি কার্যকর না থাকলে গ্রহণযোগ্যতা হারাবে।

তিনি আরও বলেন, মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একটি দিন শুধু জনপ্রতিনিধিদের জন্য পালিত হবে। ইতোমধ্যে এর কার্যক্রম সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অনুমোদিত হয়েছে।

জনাব মোঃ ফরিদ আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫২ বলেন, মেয়রস'স কাপ আয়োজন করা হয় প্রত্যেক ওয়ার্ডকে সম্পৃক্ত করার জন্য। শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের খেলোয়ার নিয়ে ওয়ার্ডের দল গঠনের জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ মতিউর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬ বলেন, অঞ্চল-৪ এর আওতাধীন কোন খেলার মাঠ নেই। অঞ্চল-৪ এর খেলা পরিচালনা করার জন্য খেলোয়ার ভাড়া করে আনতে হয়। তিনি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কমিটি অঞ্চল-৪ এর কাউন্সিলরগণ দ্বারা গঠনের প্রস্তাব করেন এবং কমিটি গঠন করা হলে অঞ্চল-৪ থেকে কোন দল গঠন করা হবেনা মর্মে তিনি সভাকে জানান।

জনাব ডি.এম শামীম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫০ বলেন, বিগত মেয়র'স কাপে ফুটবলে যৌথ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়টি যেন পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কমিটিকে অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৯ বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত ডিএনসিসি মেয়র'স কাপ-২০২২ ফুটবল, ভলিবল ও ক্রিকেট টুনার্মেন্টের আয়োজন করা হয়। প্রথম আয়োজন হিসেবে সামান্য ভুলত্রুটি ছিলো। মাননীয় মেয়রের নির্দেশনায় গতবারের ভুলত্রুটি সংশোধন করে

		২য় বারের মতো ডিএনসিসি মেয়র'স কাপ-২০২৩ আয়োজন করা হবে। তিনি উপস্থিত সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, গতবারের ভুলত্রুটি নির্ধারণ করে সেগুলো সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনায় বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়াও তিনি বলেন, টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য বাজেট প্রস্তুত শেষ পর্যায়ে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে দাখিল করা হবে। এবারের টুর্নামেন্ট নক আউট সিস্টেমে পরিচালিত হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।
সিদ্ধান্ত	:	আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র'স কাপ-২০২৩ এর ট্রফি উন্মোচনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সভাপতি, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি স্থায়ী কমিটি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান সমাজ কল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ:

২.০ বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভাপতি বলেন, যত্রতত্র পোস্টার টানানোর বিরুদ্ধে ডিএনসিসি ইতোমধ্যে অভিযান আরম্ভ করেছে। ডিএনসিসি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পোস্টার টানানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। কিন্তু সকল সম্মানিত কাউন্সিলরগণ পোস্টার টানানোর জায়গা নির্ধারণ করে এখনো তালিকা প্রদান করেন নাই। তিনি সকল সম্মানিত সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণকে সমন্বয় করে পোস্টার টানানোর জায়গা নির্ধারণ করে দেওয়ার অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে সম্মানিত কাউন্সিলরগণদের সাথে সমন্বয়ে পরবর্তী কর্পোরেশন সভার পূর্বে পোস্টারের স্থান নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করেন।

সভাপতি সভাকে জানান যে, আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "ইসিবি চত্বর হতে মিরপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন এবং কালশী মোড়ে নির্মিত ফ্লাইওভার"-এর শুভ উদ্বোধন করবেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি কেন্দ্রীয় ও মহানগর আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের সকল অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণের প্রস্তাব করেন। এছাড়াও ওয়ার্ডের সুধীজনদের আমন্ত্রণের জন্য কাউন্সিলরগণকে ১০০ (একশত) করে দাওয়াত কার্ড প্রদান করা হবে মর্মে সভাকে জানান।

সভাপতি বলেন, ভূমিকম্পে তুরস্কের নাজুক অবস্থা। তুরস্কের সাথে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তুরস্কের এ বিপদে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ হতে ত্রাণ সাহায্য প্রেরণের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সহায়তা প্রদানের মাননীয় মেয়র এবং সম্মানিত কাউন্সিলরগণের ০১ (এক) মাসের সম্মানি ভাতাসহ ডিএনসিসি'র তহবিল হতে সর্বমোট ১.০০ (এক) কোটি টাকা মানবিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এছাড়াও সম্মানিত কাউন্সিলরগণকে নিজ উদ্যোগে তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে সহায়তা প্রদানের অনুরোধ জানান।

সভাপতি বলেন, তিনি মেয়র হিসেবে যে সম্মানি ভাতা পেয়ে থাকেন তা সম্মানিত কাউন্সিলরদের সহায়তার সঙ্গে যুক্ত করে তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সহায়তায় প্রদান করা হবে মর্মে সভাকে জানান।

জনাব হামিদা আক্তার (মিতা), সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১০ বলেন, কারওয়ান বাজার স্থানান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সভা করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। অবৈধ বাজার ও দোকান সরানোর কথা বলেন ব্যবসায়ীরা। এছাড়া তিনি বলেন, ব্যবসায়ীরা মাননীয় মেয়রের সঙ্গে সভা করতে চেয়েছেন।

সভাপতি বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এর পর কারওয়ান বাজার স্থানান্তরের বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সভা আয়োজন করা হবে। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫ সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জনাব আসিফ আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৩ বলেন, গাবতলী থেকে বেরিবাধ পর্যন্ত রাস্তার পাশে উচ্ছেদের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিলো। ঢাকা-১৩ আসনের সব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ড-৩৩ মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। ৩৩নং ওয়ার্ডে অনেক অবৈধ দখলকার দখলকৃত সরকারি জমি দ্বারা টাকা আয় করে যাচ্ছে। অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা দরকার।

সভাপতি বলেন, পরিকল্পনা মাফিক উচ্ছেদ করা হবে। উচ্ছেদকৃত জায়গা যেন পুনরায় দখল না হয়ে যায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গাবতলী থেকে বেরিবাধ পর্যন্ত রাস্তার অবৈধভাবে দখলকৃত জায়গা আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।।

জনাব ডি, এম, শামীম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫০ বলেন, নতুন ওয়ার্ডে ৫৫ জন পরিচ্ছন্ন কর্মীর মধ্য ১৫ জন করে কর্মী ফেরত নেওয়া হচ্ছে। পরিচ্ছন্ন কর্মী ফেরত নেওয়া বন্ধের জন্য অনুরোধ করেন। নিজস্ব খরচে ওয়ার্ড সচিব, অফিস সহায়ক ও পিয়ন দিয়ে অফিস পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি অফিস ভাড়া বাড়ানোর অনুরোধ করেন। এছাড়াও তিনি আজমপুরের রাস্তাটি সংস্কারের অনুরোধ।

সভাপতি বলেন, ব্যয় সংকোচনের জন্য কর্মী কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নানান জটিলতায় ১৮ টি ওয়ার্ডে পদ সৃজন হচ্ছেনা। তাই অফিস পরিচালনার জন্য জনবল নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। আপদকালীন সময়ে অফিস পরিচালনার জন্য থোক বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও তিনি বলেন, আজমপুরের রাস্তায় ৩০ ফিট পর পর পিট দেওয়া হবে।

জনাব মোঃ নাসির, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২০ বলেন, আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে লোক কীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয় বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া দরকার।

সভাপতি বলেন, টেন্ডার প্রক্রিয়া কীভাবে হয় তা পরবর্তী কর্পোরেশন সভায় বিস্তারিত আলোচনা হবে। আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে কর্মী নিয়োগের বেতন কীভাবে দেওয়া হয় তা ব্যাখ্যা করা হবে। অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটিকে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের টাকা প্রদানের পদ্ধতি পর্যালোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মোল্লা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩ বলেন, আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে টেন্ডারপ্রাপ্ত ঠিকাদার তার মাধ্যমে লোক নিয়োগ দিয়েছেন। প্রত্যেক পরিচ্ছন্ন কর্মীদের ১০ হাজার টাকা করে ঠিকাদার বেতন প্রদান করে থাকেন। তিনি বলেন, তার ওয়ার্ডের ৬০ ফিট রাস্তার কোন কোন জায়গায় ২/৩/৪ ফিট করে উঁচু বাড়ি ঘর পড়েছে।

সভাপতি বলেন, কাউন্সিলরগণ তদারকি করলে পরিচ্ছন্ন কর্মীগণ ন্যায্য বেতন পাবে।

জনাব মোঃ তফাজ্জল হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭ বলেন, তার ওয়ার্ডে রাজস্ব ভবনের পাশে জায়গা দখল হয়ে আছে। জায়গাটি উদ্ধার হওয়া দরকার। তিনি আরও বলেন, তার ওয়ার্ডের এসটিএস গুলো মূল সড়কের পাশে রাখা হয়েছে। এতে করে সাধারণ জনগণ ও ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা হচ্ছে। অঞ্চল-২ এর পূর্বের অফিসের জায়গায় একটি এসটিএস এবং গার্ডেন অথবা কমিউনিটি সেন্টার স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

সভাপতি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তের বিষয়ে পরবর্তী সভায় কাউন্সিলরগণকে অবহিত করতে হবে। এছাড়া কাউন্সিলরগণের বক্তব্য আবশ্যিকভাবে কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

সভাপতি বলেন, কাউন্সিলরগণের ওয়ার্ডে কোন জায়গা খালি থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি কর্মকর্তাকে অবহিত করার অনুরোধ জানান।

জনাব দেওয়ান আবদুল মান্নান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১১ বলেন, সকল কাউন্সিলরদের নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটিকে সভা আয়োজন করার অনুরোধ করেন এবং প্রতি ওয়ার্ডে দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি সরঞ্জাম সরবরাহের অনুরোধ জানান। দীর্ঘ সূত্রিতার ফলে জন্মনিবন্ধন ওয়ার্ডে দেওয়া হচ্ছেনা বলে মর্মে সভায় আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

সভাপতি বলেন, সরকারী নিয়মকানুন মেনে জন্মনিবন্ধন কার্যক্রম ওয়ার্ডে প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

জনাব রাজিয়া সুলতানা (ইতি), সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-০৫ বলেন, তার আসনের আদাবর-মনসুরাবাদের খালে ব্রিজ স্থাপনের বিষয়টি কর্পোরেশন সভায় অনুমোদন হলেও এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। এছাড়াও খালটি পরিষ্কারকরণের অনুরোধ জানান।

সভাপতি প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫৪ নতুন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণদের নিয়ে সভা আয়োজনের অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ ইসহাক মিয়া, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭ বলেন, খিলক্ষেতে উচ্ছেদকৃত রাস্তায় রেলিং দেওয়া হয়েছে। রেলিং মোডিফাই করার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, পরিত্যাক্ত ড্রাম রাখার জন্য গোডাউন ভাড়া করে দেওয়ার কথা ছিলো। কুড়িল ফ্লাইওভারের নিচের জায়গাটি নেওয়ার জন্য সড়ক জনপথ অধিদপ্তরকে চিঠি দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, তার ওয়ার্ডে কমিউনিটি সেন্টার নেই। দখলকৃত জায়গা উদ্ধার হলে কমিউনিটি সেন্টার করা যাবে।

জনাব মোঃ আবুল কাশেম মোল্লা (আকাশ), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৮ বলেন, ৮নং ওয়ার্ডের কমিউনিটি সেন্টারের নাম পরিবর্তনের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানান। তিনি কমিউনিটি সেন্টারটি সংস্কার করার জন্য প্রস্তাব করেন। এছাড়াও তিনি সচিবালয়ে প্রবেশের জন্য কাউন্সিলরদের বিশেষ পাস সরবরাহের অনুরোধ করেন।

জনাব নাসির উদ্দিন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫৩, বলেন, নতুন এলাকার মানুষ ট্যাক্সের আওতায় আসছে। মানুষ ট্যাক্স দিতে চাচ্ছে। ট্যাক্সের বিষয়ে লোকজন অবগত নন। তিনি এ বিষয়ে কাউন্সিলগণের সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট আনিক এবং ট্যাক্সের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে সভা আয়োজন করার অনুরোধ করেন।

জনাব জয়নাল আবেদীন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪৫, নতুন এলাকার সকল করদাতাগণকে ১৫% কর মওকুফ করার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, ১৫% কর মওকুফ করা হলো জনগণকে কর প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা যাবে।

সভাপতি বলেন, পরবর্তী কর্পোরেশন সভার পূর্বে নতুন এলাকায় কর সংক্রান্ত সভা আয়োজন করা হবে। সভার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জনাব আব্দুল মতিন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪১ বলেন, নতুন ওয়ার্ড বহু সমস্যা নিয়ে চলছে। তার ওয়ার্ডে বিভিন্ন বড় বড় প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। তিনি মাদানী এভিনিউ হতে সাতারকুল পর্যন্ত ড্রেনসহ রাস্তা নির্মাণ করার অনুরোধ জানান।

জনাব জাকিয়া সুলতানা, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১৭ বলেন, কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণকে গাড়ি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছিলো। আপাতত কাউন্সিলরগণের গাড়ি চালকদের বেতন ও জ্বালানি তেল কর্পোরেশনের তহবিল হতে প্রদানের প্রস্তাব করেন।

জনাব নীলুফার ইয়াসমিন ইতি, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১৩ তার আসনে ড্রেন পরিষ্কার কর্মী এবং পিকআপ বৃদ্ধির অনুরোধ করেন।

জনাব মোহাম্মদ শরীফুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫১ বলেন, আঞ্চলিক অফিসের কার্যক্রম শুরু হওয়ায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেই সাথে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান প্রকৌশলী এবং আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৬ কে ধন্যবাদ জানান। তিনি আঞ্চলিক অফিসে প্রয়োজনীয় জনবল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের অনুরোধ জানান। এছাড়াও তিনি তার ওয়ার্ডে এলইডি বাতি অচল হয়ে আছে মর্মে সভাকে জানান।

জনাব শাহিন আক্তার সাথী, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১১ বলেন, ৩০ নম্বরের রাস্তা সংস্কার করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বাঁশের সাকো দিয়ে অনেক গার্মেন্টস কর্মী যাতায়াত করে। বাঁশের সাকোর পরিবর্তে একটি ব্রিজ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

সভাপতি বলেন, পরবর্তী কর্পোরেশন সভায় কোন এলাকায় কী কী কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে তার তথ্য সম্মানিত কাউন্সিলরগণকে অবহিত করা হবে।

জনাব হুমায়ুন রশিদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৪ বলেন, পাবলিক ইনভেস্টের মাধ্যমে রাস্তাঘাট নির্মাণ করার বিষয়টি আলোচনায় আসতে পারে।

জনাব শিখা চক্রবর্তি, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-০৪ দোয়ারিপাড়ার ড্রেনগুলো পরিষ্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। মিরপুরের উত্তর বিশিল এলাকার রাস্তার মধ্যে দোতলা বাড়ি পড়েছে, বাড়িটি ভেঙ্গে রাস্তা সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

সভাপতি বলেন, বর্ষা মৌসুম আসন্ন। যেসব জায়গায় জলাবদ্ধতার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোর তালিকা করে প্রকৌশল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করার অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৩ বলেন, এলইডি লাইটগুলো অচল অবস্থায় পড়ে আছে। বিষয়টি দেখার অনুরোধ করেন। এছাড়াও ২৩নং ওয়ার্ডে উদ্ভুত সীমানা জটিলতা সংক্রান্ত বিষয়টি নিরসণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৯, সূচি খাল থেকে নুরের চালা বাজার পর্যন্ত দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা ছিলো তা সমাধানে কাজ আরম্ভ করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, উক্ত কাজটি যেখানে শেষ করা হবে সেখান থেকে ১৫০ ফিট বেশি কাজ করলে জলাবদ্ধতা পুরোপুরি নিরসণ হতো।

সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে বিষয়টি সমাধানের অনুরোধ করেন ।

জনাব মোঃ মতিউর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬ বলেন, ডিএনসিসি'র মেয়রের নেতৃত্বে ফ্লোরিডায় মায়ামি শহরে সিএলডিপির কর্মশালার অভিজ্ঞতা শেয়ার করবো। উক্ত অনুষ্ঠানে মশক নিধন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক সংস্কারের বিষয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। তিনি বলেন, মশক নিধনের পদ্ধতিটি ঢাকা শহরে বাস্তবায়ন করা হলে কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাবে। তিনি উক্ত সফরের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। পরবর্তী যে কোন কর্মশালায় সম্মানিত কাউন্সিলরগণকে সম্পৃক্ত করার অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের মেয়র

বাংলাদেশের সেরা মেয়র, আমরা মেয়রকে নিয়ে গর্ববোধ করি। আমাদের স্মার্ট মেয়রের নেতৃত্বেই আমরা একটি স্মার্ট নগরি গড়ে তুলবো।

২.১ সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নবর্ণিত বিবিধ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	নগর কর ফাকি দিচ্ছে এমন হোটেল, রেস্তোরা, স্টুডিও ও গেস্ট হাউজের তালিকা প্রদান করা হলে, উক্ত তালিকা হতে প্রাপ্ত আয়ের ২০% সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের উন্নয়ন কাজে বরাদ্দ প্রদান করা হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
২.	বারিধারা জে ব্লকে ট্যাক্স ফাকি দেয়া গাড়ির শো রুম গুলোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৮ আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩
৩.	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ সম্মানিত কাউন্সিলরগণের সমন্বয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে পোস্টার টানানোর জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
৪.	তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সহায়তা প্রদানের মাননীয় মেয়র এবং সম্মানিত কাউন্সিলরগণের ০১ (এক) মাসের সম্মানি ভাতাসহ ডিএনসিসি'র তহবিল হতে সর্বমোট ১.০০ (এক) কোটি টাকা মানবিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
৫.	কারওয়ান বাজার স্থানান্তরের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সভা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫ সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করবে।	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫
৬.	গাবতলী থেকে বেরিবাধ পর্যন্ত সড়কটি অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হবে।	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
৭.	উত্তরা আজমপুরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য রাস্তায় ৩০ ফিট পর পর পিট বসিয়ে সংস্কার করা হবে।	প্রধান প্রকৌশলী
৮.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের টেন্ডার প্রক্রিয়া এবং আউটসোর্সিং নিয়োগ সম্পর্কে কাউন্সিলরগণকে অবগত করার নিমিত্ত পরবর্তী কর্পোরেশন সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।	প্রধান প্রকৌশলী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
৯.	নতুন অন্তর্ভুক্ত ১৮টি ওয়ার্ডের জনগণকে হোল্ডিং ট্যাক্স সম্পর্কে ধারণা দিতে উক্ত এলাকায় সভার আয়োজন করা হবে।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৬,৭, ৮, ৯ ও ১০
১০.	আসন্ন বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতার আশংকা রয়েছে এমন স্থানের তালিকা করে প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এবং আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণের কাছে দাখিল করতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল)
১১.	সচিবালয়ে প্রবেশের জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরদের বিশেষ পাস সরবরাহের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হবে।	সচিব

আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আতিকুল ইসলাম
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি
কর্পোরেশন সভা

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.২৬৩.২০- ১৫ তারিখ: ২৬/০২/২০২৬ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৩. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ...../সংরক্ষিত আসন নং ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ..... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সচিব মহোদয়েরসদয়অবগতির জন্য।
৮. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. প্রকল্প পরিচালক, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১০. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১২. কর কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৩. সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ..... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৪. সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৫. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৬. অফিস কপি।

২৬/০২/২০২৬
মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক
সচিব (যুগ্মসচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।